গবেষণায় সাত ধাপ এগিয়ে ৫৪তম অবস্থানে বাংলাদেশ

■ সমকাল ডেস্ক

বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী নেচারের সর্বশেষ প্রকাশিত ইনডেক্সে ১৯৪টি দেশের মধ্যে গবেষণায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫৪তম। গত বছর এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬১তম। এবার ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। আগেরবারের মতো এবারও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো নিয়ে তালিকার ১৩তম ঘরে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। ১৭৮টি আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে গত ১০ মে এই তালিকা প্রকাশ করেছে নেচার।

নতুন তালিকায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রকাশিত মোট নিবন্ধের সংখ্যা ১৪৩টি, গবেষণায় অবদানের হার ৩৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। তবে আন্তর্জাতিক মানের সাময়িকীতে ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে বাংলাদেশের নিবন্ধের শেয়ার অনেক কমেছে।

নেচার ইনডেক্সের তালিকা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, আইসিডিডিআর,বি থেকে ৩৭টি গবেষণাপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২১টি, রুয়েট, কুয়েট থেকে ছয়টি, বুয়েট থেকে ৯টি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪টি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারটি এবং ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে (বিআরআরআই) দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

নেচার ইনডেক্সে একাডেমিক র‍্যাঙ্কিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও এবার সেরার খেতাব পেয়েছে চীনের ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি তালিকার শীর্ষ পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে চীনেরই চারটি। রসায়ন ও অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সে প্রথম চারটি স্থান দখল করে রেখেছে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে বরাবরের মতোই অবস্থান ধরে রেখেছে পশ্চিমা

নেচার ইনডেক্স

- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রকাশিত নিবন্ধ ১৪৩টি
- গবেষণায় অবদানের হার ৩৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ
- দেশে সেরা আইসিডিডিআর,বি; গবেষণাপত্র ৩৭টি
- একাডেমিক র‍্যাঙ্কিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে সেরা খেতাব চীনের

সমকাল

হাজার ৮২২টি নিবন্ধ কাউন্ট নিয়ে এগিয়ে গেছে চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস। এই ক্যাটেগরিতে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের ৯টিই চীনের।

এ বছরের নেচার ইনডেক্স তালিকায় চীন, যুক্তরাষ্ট্রের পরই আছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও জাপান। চীনের প্রকাশিত নিবন্ধ ৫৮ হাজার ৫৩২টি, যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬ হাজার ৮৬০টি, জার্মানির ১২ হাজার ১৭৬টি, যুক্তরাজ্যের ১১ হাজার ৬৪০টি ও জাপানের ৬ হাজার ৮০৭টি।

৩ হাজার ৫৪২টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করে এই তালিকার অষ্টম স্থানে রয়েছে ভারত। তালিকায় বাংলাদেশ থেকে কিছু এগিয়ে ৪৪তম স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। তাদের প্রকাশিত নিবন্ধ ৩৬৫টি। ৮৫টি নিবন্ধ নিয়ে শ্রীলঙ্কা আছে ৯৫তম স্থানে। তালিকার ৮৮তম স্থানে আছে নেপাল। তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের অবস্থান তালিকার ১১৪ নম্বরে, প্রকাশিত নিবন্ধ ৮টি। আর ১৭টি প্রকাশিত গবেষণাপত্র নিয়ে মিয়ানমার আছে ১২৩ নম্বরে। এই তালিকার সর্বশেষ নামটি দ্বীপ

দেশগুলো।

আবার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ১২ অঞ্চল মাহক্রোনোশয়া, যার প্রকাশিত নিবন্ধ একাঢ এবং শেয়ার শূন্য।